যশোধরা রায়চৌধুরী

শরদিন্দু অমনিবাস

১

মনোজগতের বাতায়ন খোল, চারুবাক।
ভাষা অঙ্গের কত ছল তুমি দেখেছ।
কাহিনিবয়নশিল্পের রূপদক্ষের
সূচীমুখ কারুকাজগুলি করে রেখেছ।
তুমি তো আমার বাঙালাভাষার অবধান।
তুমি তো আমার অভিধান ছাড়া শিক্ষা।
হে রাজা - বৃদ্ধ - তরুণ, রসিক মহাশয়
আমাকে বানাও গল্পকথনে দক্ষা।
আমি কি তোমার সহচরী হব, অছিলায়
যদিও জানি যে কৈশোরময় সন্ধির
রতিশিখরের পাঠ দিয়েছিলে, গুরু, তাই
আমি ছাত্রী, তা, রসিকা তো হই, বন্ধুই....
প্রগল্‌ভতায় শাণিত বয়ান, ক্ষুরধার
আমাকে শেখাও কী করে সাজায় শব্দ
আমি জানি আজো লিখনে আমি তো পৃথুলা
ঘষেমেজে দাও এই অন্তর, মহা থির!

২

প্রাণের বান্ধব তুমি, ফিরে এসো শূন্য দ্বিপ্রহরে
আমাদের দিবা নাই, রাত্র নাই ভয় নাই প্রেম নাই কাহিনিও নাই
পারো তো সংস্পর্শ করো, চকমকি ঠোকাও, ধরে প্রীতি দাও পাঠের ভিতরে
আমার নিশ্চিহ্ন হওয়া অলস প্রহর তুমি উঠাইয়া ধরো ধীরে ধীরে
যেরূপ কুলার অন্তে স্বর্ণনীবারের ধান্য, বেতসলতার অন্তে পাতা
লতাপাতায় বলো, বিবরণ করো, শব্দে ছায়া দাও, রৌদ্র ভরি দাও
যেরূপ সঙ্কুলা অন্তে সুপারি গুবাক, রতিস্পর্শ দাও সম্পর্কবিস্তারে
কুলুঙ্গিতে জ্বলে দীপ, ও আলোয় পুঁথি খুলে পড়ো ও পড়াও
উপাধানে মল্লিকার লঘুগুরু মালা - নাম জপমালা
অঙ্গুলির ফাঁকে ফাঁকে, ফাঁকায় ফাঁকায়
সন্ধ্যার বাঁশরী ধ্বনি, দ্রিমিদ্রমি করতাল মৃদঙ্গ। ও অষ্টমীর চাঁদ
হাঁটিবার চলিবার বলিবার পুরাতন ছলগুলি বলো।
প্রাণের বান্ধব এক, শৈশবের, কৈশোরের, প্রগল্‌ভতামাখা যৌবনের
তীরে ফিরে এসো ওগো দ্বিপ্রহর ফুরানো তিমিরে